47

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06.APR.1996 পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৫

ইসলামী ভার্সিটি এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঝিনাইদহ।—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে এলাকায় অবস্থানরত শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারিগণ তাদের শিশু–কিশোর সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছেন না। অনেকে তাদের সন্তানদের নিয়ে বিপাকে পড়ে অত্যন্ত দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ইবিতে ১শ' ৩০ জন শিক্ষক, ৪৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৫ জন কর্মচারী এই এলাকায় বসবাস করছেন। তাদের অনেকেরই ৫ থেকে ১৬ বছরের সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আজ পর্যন্ত কোন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সরকার বা জনগণ কোন পক্ষই উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়টি ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে ১৮/২০ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এইসব ছাত্র–ছাত্রীদের ঝিনাইদহ অথবা কুষ্টিয়া শহরের বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। কিন্তু তাদের যাতায়াতের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে মহা বিপদে পড়েছেন। অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর খরচ বহন করতে পারছেন না বলে অভিভাবক মহল সূত্রে জানা গেছে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পরিবহন সুবিধা চেয়ে ইতিমধ্যে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি করে আসছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

শিক্ষা অফিসে অব্যবস্থা

ঝিনাইদহ সদর থানা শিক্ষা অফিসে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে। ফলে সাধারণ শিক্ষকরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তারা সমস্ত ঘটনা জেনেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিয়োগ করা হয়েছে।

অফিসের এই অব্যবস্থার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের সাথে শহরের কয়েকজন শিক্ষকসহ থানা শিক্ষক সমিতির কতিপয় নেতৃবৃন্দ জড়িত আছে বলে জানা গেছে।

এছাড়াও শিক্ষকদের সার্ভিস বুক সম্পর্কে নানা অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষকদের সার্ভিস বুক থানা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বে থাকার কথা। কিন্তু সার্ভিস বুক অফিস সহকারীদের কাছে থাকার কারণে ১০/১৫ জন শিক্ষকের সার্ভিস বুক খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষা অফিসের এ অব্যবস্থার সমাধান করা না হলে সাধারণ শিক্ষকগণ চাকরি জীবন শেষে অত্যন্ত বিপদে পড়বেন।

OF SHEETS